দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 JAN 1998 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ও আইডিই সেমিনারে বক্তব্য

সামাজিক চাহিদা অনুযায়ীই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে যেমন কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটেনি তেমনি বাড়েনি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৯-৭০ সালে দেশের পলিটেকনিক ইন্স-টিটিউটগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬শ', ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৪শ' ৬০। ২৫ বছরে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি মাত্র ৮শ' ৬০ জন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী হলেও বাংলাদেশে এ বৃদ্ধির হার নগণ্য। উপ-মহাদেশে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনা করলে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ছিল ১৭টি, গত ২৫ বছরে মাত্র ৩টি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২০টি। পাশাপাশি পাকিস্তানে এই সময় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০টি, সেখানে এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ৩০ হাজার। ভারতে '৬৮ সালে ৩৫০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট থেকে ১ হাজারে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেড় লাখ ছাত্রছাত্রী এই সব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে।

গতকাল বুধবার ঢাকায় শিক্ষা সম্পর্কিত এক সেমিনারে এ তথ্য দেয়া হয়। ''বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মবাজারের চাহিদা উপযোগী নয়''। এই শিরোনামে আয়োজিত এই সেমিনারের উদ্যোক্তা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ও ইনস্টিটিউট অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স।

সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বক্তারা বলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা গেলে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষাসহ জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে রেখে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে জাতি হিসেবে আমরা সহজেই এগিয়ে যেতে পারব। বক্তারা ক্ষমতার নেতৃত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়ার তীব্র সমালোচনাকরেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুর রফিক ও ডেইলি স্টার-এর সিনিয়র রিপোর্টার মোরশেদ আলী খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রাজনীতিবিদদের মধ্যে রাশেদ খান মেনন, শেখ শহিদুল ইসলাম, ডঃ আবদুল মইন খান এমপি, অধ্যাপক আলী আশরাফ এমপি, মোনায়েম সরকার, শিক্ষাবিদদের মধ্যে অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, ডঃ ফরাশ উদ্দিন আহমদ, ডঃ আলী আসগর, ডঃ ইব্রাহিম, ডঃ অজয় রায়, ডঃ আখতারুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ ডঃ আতিউর রহমান, এডাব চেয়ারম্যান ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ, ডঃ আহমদ উল্লাহ মিয়া, সাংবাদিক মাহফুজ আনাম, মাহফুজ উল্লাহ, আমীর খসরু, শ্যামল সরকার প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি দরকার। এই প্রযুক্তিকে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশের সকল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বাস্তবধর্মী ও কর্মমুখী শিক্ষার কথা বলা হলেও বাজেট প্রণয়নের সময় এ দিকটি গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ কারণে শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বদাই কারিগরি শিক্ষা অবহেলিত রয়েছে। আমাদের জাতীয় স্বার্থে এ অবস্থার নিরসন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, দক্ষ জনশক্তির দরকার হলে স্বাভাবিক নিয়মেই সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি হবে। সে মোতাবেক শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করা হবে।

আলোচকরা বলেন, শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থার কোন সমন্বয় না থাকায় এতোদিনেও দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠেনি। তাছাড়া চাহিদার তুলনায় দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ কিংবা সরবরাহের উৎসও সীমিত হওয়ায় সার্বিকভাবে জাতীয় অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত রূপ লাভ করেনি।

বক্তারা বাস্তবমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গণমাধ্যমে অধিক প্রচারণার জন্যে আহ্বান জানান।